41

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বদরুন্নেসা কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ॥ আহত ৬ জন হাসপাতালে ॥ হোষ্টেল বন্ধ ঘোষণা

বকসীবাজার বদরুননেসা সরকারী মহিলা কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সংঘর্ষে আহত ছাত্রদলের কয়েকজন কর্মী —ইত্তেফাক

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গত মঙ্গলবার গভীরাত্রে বক্‌সীবাজার বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজ হোষ্টেলে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় উভয়পক্ষের ২০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ৬ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ১৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনায় গতকাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের হোষ্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়াছেন। আজ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টার মধ্যে হোষ্টেল খালি করার জন্য নির্দেশে উল্লেখ করা হয়। ডাইনিং হলের খাবারের চার্জ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব নিয়া দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত। কলেজের অধ্যক্ষ জানান, প্রতিমাসে খাবারের চাজ ছিল ২৩০ টাকা। কিছুদিন পূর্বে ডাইনিং হলের ম্যানেজার আরও ২০টাকা অর্থাৎ

(২য় পৃষ্ঠায় ৮-এর কঃ দ্রঃ)

বদরুন্নেসা কলেজ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিমাসে ২৫০ টাকা করার প্রস্তাব দেয়। ইহা নিয়া দুই দলের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। গত মঙ্গলবার রাত্র সাড়ে ১১টায় প্রথমে ডাইনিং হলের ম্যানেজার ও ছাত্রলীগ নেত্রী নীলার সঙ্গে ছাত্রদলের আহবায়িকা রাশেদা বেগমের ছোট বোন একই কলেজের ছাত্রী রায়নার সঙ্গে তর্কবিতর্ক শুরু হয়। ইহার পর রাত্র ১টায় উভয়পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। উভয়পক্ষের মধ্যে বটি, হকিষ্টিক ও লাঠিসোঁটা নিয়া মারামারি শুরু হয়। রাত্র ৩টা পর্যন্ত এই সংঘর্ষ চলে। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। সংঘর্ষে হোষ্টেলের কয়েকটি কক্ষ ভাংচুর ও তছনছ করা হয়। ছাত্রলীগ বদরুন্নেসা শাখার নেত্রীবৃন্দ বলেন, ডাইনিং হলের খাবারের ঘটনাটি কোন বিষয় নয়। ছাত্রদল পরিকল্পিতভাবে ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর হামলা চালায়। ছাত্রদল কর্মীরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পূর্ব হইতে হোষ্টেলে আনিয়া রাখে। তাহারা কয়েকটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া হোষ্টেলে আতংকের সৃষ্টি করে। ইহার পর তাহারা হামলা চালায় বলিয়া ছাত্রলীগ নেত্রীবৃন্দ জানান। ছাত্রদল নেত্রীরা বলেন, ছাত্রলীগ কর্মীরা বহিরাগতদের নিয়া তাহাদের উপর হামলা চালায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ হামলার সময় ছাত্রলীগ কর্মীদের সহযোগিতা করিয়াছে বলিয়া ছাত্রদল নেত্রীরা জানান। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদল নেত্রীদের এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন, সংঘর্ষ শুরুর পরপরই তাহারা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান এবং জরুরী পদক্ষেপ নেন। হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছে কলেজ শাখার ছাত্রলীগ ভিপি নাজনীন, সুরমা ও চায়না এবং ছাত্রদল কলেজ শাখার আহবায়িকা রাশেদা বেগম, যুগ্ম আহবায়িকা নার্গিস ফাতেমা নূপুর ও আঞ্জুমানারা খানম খুশি। গতকাল রাত্র পৌনে ৯টায় লালবাগ থানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে ডিউটি অফিসার জানান, উক্ত সংঘর্ষের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোন পক্ষই মামলা দায়ের করিতে আসে নাই।